মেহেরপুরের গাংনীতে টিসিবির কেন্দ্র থেকে ন্যায্যমূল্যে মালামাল বিক্রি

মেহেরপুরের গাংনীতে টিসিবির কেন্দ্র থেকে ন্যায্যমূল্যে মালামাল বিক্রয় শুরু হয়েছে। আজ বিকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ মালামাল বিক্রয়ের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এখানে উপস্থিত জনগণ সর্বোচ্চ ৬ কেজি তেল, ১ কেজি ডাল ও ১ কেজি ক্রয় করতে পারবে। তেলের প্রতি কেজি মূল্য ৮০ টাকা, ডাল প্রতি কেজি ৫০ টাকা এবং চিনি প্রতি কেজি ৫০ টাকা হিসাবে ক্রয় করতে পারবে।

উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত জনগণ দীর্ঘক্ষন লাইনে দাঁড়িয়ে ক্রমান্বয়ে এ মালামাল ক্রয় করেন। এ সময় উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি বিশেষ টিম এ বিক্রয় কাজে সহযোগিতা করেন।

মেহেরপুরে খাদ্য ও আর্থিক সাহায্যের ঘোষনা দিলেন ফরহাদ হোসেন

মেহেরপুরে অসহায় দরিদ্র মানুষদের খাদ্য সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্যের ঘোষনা দিলেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

শনিবার বিকালে ফরহাদ হোসেন তার নিজ ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দেন।

জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফেসবুক পোষ্টটি তুলে ধরা হলো,

সুপ্রিয় এলাকাবাসী, আমার নির্বাচনী এলাকার কোন অসহায় দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ করার জন্য তিনি ৫টি মোবাইল নাস্বার দিয়েছেন,

শাহাজান সিরাজ দোলন-০১৯৮১১৭৪৩৪৩, মিজানুর রহামন হিরণ, ০১৭৬০৯৬৯০০১,আসিফ-০১৬৭১৮৮৭৩২২, কুতুব উদ্দিন-০১৯৫১২৬৭৭৩৯,ইব্রাহীম-০১৭৬৮৮৪২০৬৮।

উল্লেখ্য, গত ২৪ মার্চ সন্ধা থেকে মেহেরপুর লক ডাউন করা হয়েছে। সেই সাথে সকল মানুষকে ঘরে থাকার জন্য বলা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় এধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর জীবাণুনাশক স্প্রে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসাধারণকে সহযোগিতা করার জন্য সেনাবাহিনীর উদ্যোগে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে । শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজার এলাকায় স্প্রে করা হয়।

এ সময় সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে করে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি, বগুড়ার ৪০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফখরুদ্দীনের, পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি, সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসিরুদ্দিন সহ সেনাবাহিনী,পুলিশ ও ডিবির সদস্যরা প্রতারণার কাজে অংশগ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলকে অযথা বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের হ্যান্ড স্যানিটায়ইজেশন বিতরণ

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমানের উদ্যোগে করেনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটায়ইজেশন লিকুইড বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর ক্লাব প্রাঙ্গণে এ সকল হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন বিতরণ করা হয়। মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম উপস্থিত থেকে এন্ড স্যানিটাইজেশন লিকুইড বিতরণ করেন। এ সময় সেখানে বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমান।

করোনা ভাইরাসে বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ, মৃত্যু ২৭ হাজার ছাড়াল

করোনা বিশ্বে শনিবার পর্যন্ত করোনায় মৃতের সংখ্যা ২৭ হাজার ছাড়িয়েছে। এর বেশির ভাগ মৃত্যু হয়েছে ইটালি ও স্পেনে।

জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, নভেল করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন বিশ্বের ৫ লাখ ৯৭ হাজার ৭২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত হয়েছেন ৬৭ হাজারেরও বেশি মানুষ।

এদের মধ্যে মারা গেছেন ২৭ হাজার ৩৬০ জন। আর চিকিৎসা নিয়ে সেরে উঠেছেন ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৯৮ জন।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯৯টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই

ভাইরাস।

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে মোট ১ লাখের বেশি জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে এক হাজার ৭০৬ জনের।

তবে মৃতের হিসেবে শীর্ষে রয়েছে ইতালি। দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ৯ হাজার ১৩৪। আর আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬ হাজার ৪৯৮ জন।

মৃতের হিসাবে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্পেন। দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ৫ হাজার ১৩৮। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫ হাজার ৭১৯।

স্পেনের পর সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে চীনে। দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১ হাজার ৯৩৩ জন। এর মধ্যে তিন হাজার ১৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বাংলাদেশে নতুন করে আরও চারজনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত শনাক্ত রোগী ৪৮ জন। সরকারি হিসাবে, মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের।

প্রসঙ্গত ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস। চীনে ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হলেও সেখানে ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাব কমে গেছে। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে।

সূএ যুগান্তর

গাংনীতে কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট কমিটির ঔষধের দোকান মনিটরিং

মেহেরপুরের গাংনীতে কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট কমিটির উদ্দোগে ঔষধের দোকান মনিটটিং করা হয়েছে। শনিবার সকালে গাংনী

বাসষ্ট্যান্ডের বেশ কয়েকটি ঔষধের দোকানে নোভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

গাংনী কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট কমিটির সদস্যগন এ আপদকালীণ মূহুর্তে ভোক্তাদের অধিকার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সচেতন করেন। কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট কমিটি সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা জনগনের সঠিক দূরত্ব বজায় রাখা, নকল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ বিক্রী না করে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা, ভোক্তাদের নিকট থেকে ঔষধের দাম বেশী না নেওয়া এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকল সরকারি নিয়ম নীতি মেনে চলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম করোনা ভাইরাসের লক্ষণ গুলো তুলে ধরেণ এবং প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম খাইরুল আলম জানান এ আপদকালীণ সময়ে বিনা মূল্যে ঔষধ দিয়েও তারা গরীব অসহায় রোগীদেরকে এ কমিটির মাধ্যমে সেবা করতে চায়, এ সময় অর্থ বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমেদ, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান বুলু উপস্থিত ছিলেন

গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ আরেফিন নিরুদ্দেশ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী সার্জন ডাঃ আমিরুজ্জামান মোহাম্মদ সামসুল আরেফিন হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

শনিবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ রিয়াজুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি কোন ছুটিও দরখাস্ত না দিয়ে ৩ দিন যাবৎ কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তার মোবাইল ফোন ও গাংনী হাসপাতালের পিছনে ভাড়ার বাড়িতেও খোঁজ নিয়ে

তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ডাঃ মোহাম্মদ রিয়াজুল আলম আরো জানান, ডাঃ আরেফিনকে ইমাজেন্সী ডিউটি দেওয়া হয়েছে। তার অনুপস্থিতে জরুরী ডাক্তারী সেবা দিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাবেন বলে ওসাংবাদিকদের জানান।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান জানান, এ বিষয়ে শুনেছি তবে কোন লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তার স্থায়ী ঠিকানা কুষ্টিয়ার খোকসা গ্রামে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে সেনা টহল অব্যহত, হোম কোয়ারেন্টিনে ৪৬৮ জন ।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য মেহেরপুরের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে মাঠে নেমেছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। শুক্রবার থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে তারা টহল দিচ্ছেন।

সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে রয়েছে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রকার প্লাকার্ড। হাত ধোয়া, ঘরে অবস্থান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও প্রবাসী হোম কোয়ারিন্টিন করাসহ বিভিন্ন বার্তা নিয়ে তারা হাজির হচ্ছেন মানুষের কাছে। দলটি গাংনী উপজেলার সাহারবাটি কাথুলি তেতুঁলবাড়িয়া ও বামন্দি ইউনিয়নে প্রচার প্রচারনা চালায়।

এদিকে জেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে এপর্যন্ত ৪৬৮ জন প্রবাসীকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে ২৪৪ জন পরিবারে ফিরেছে। তবে মেহেরপুর জেলায় কোন ব্যাক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি বলে নিশ্চিত করেছেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, মানুষের মাঝে সচেতনতা বেড়েছে। জরুরী কাজ ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। জনসমাগত ও চায়ের দোকানের আড্ডা বন্ধ করেছি। মানুষকে

সচেতন করে সতর্ক করা হচ্ছে। এর পরেও যদি কেউ নির্দেশনা অমান্য করে তাহলে আইনের প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বগুড়া ৪৪ পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফকরুদ্দীন

মেহেরপুরে জনসচেতনতায় সেনাবাহিনী ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযান

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জন সচেতনতা মূলক প্রচার ও সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করতে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী ও জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনির নেতৃত্বে শনিবার দুপুরে জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়।

এসময় করোনা মোকাবিলা কি কি করনীয় এ বিষয়ে জনগনকে অবহিত করে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। সেই সাথে পথচারিদের সাবান বিতরণ করা ও রাস্তায় জীবাণুনাশক প্রোয়োগ করে সেনাবাহিনী।

সচেতন মূলক অভিযানে জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, জেলা সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

২৬ রানে অলআউট হয়ে নিউজিল্যান্ডের

করোনাভাইরাসের হিংস্র থাবায় লণ্ডভণ্ড বিশ্বের ক্রীড়াসূচি। গোটা বিশ্বেই এখন কোনো খেলাধুলা নেই। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, হকি, ভলিবল, বাস্কেটলসহ সব ক্রীড়া ইভেন্ট স্থগিত রয়েছে। কোথাও গড়াচ্ছে না কোনো টুর্নামেন্ট কিংবা ম্যাচ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এ পরিস্থিতিতে কিভাবে মাত্র ২৬ রানে অলআউট হয়ে টেস্টে সর্বনিম্ন রানের বাজে রেকর্ড গড়ল নিউজিল্যান্ড? আসলে ব্যাপারটা তা নয়।

১৯৫৫ সালের এই দিনে লজ্জার রেকর্ডটি গড়েন কিউইরা। ৬৫ বছর পরও যা অক্ষুণ্ন রয়েছে। ওই দিন অকল্যান্ডে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলতে নামে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড।

প্রথম ইনিংসে ২০০ রানে অলআউট হন স্বাগতিকরা। জবাবে নিজেদের ফাস্র্ ইনিংসে ২৪৬ রান করেন ইংলিশরা। সেসময়কার নিয়মানুযায়ী, ২৫ ও ২৬ মার্চ প্রথম ২ দিনের খেলার পর ২৭ মার্চ বিশ্রাম করেন দু’দলের খেলোয়াড়রা।

তবে ২৮ মার্চ নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেই বিপাকে পড়ে নিউজিল্যান্ড। সফরকারীদের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ২৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। এতে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে সর্বনিম্ন রানে গুঁড়িয়ে যাওয়ার ন্যাক্কারজনক রেকর্ড গড়ে দলটি।

দলের একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে ২ অঙ্কের ঘর স্পর্ করেন ওপেনার ব্রেট সাটক্লিফ (১১)। বাকিরা মোবাইল নাম্বারের সংখ্যা তুলেন।

ঐতিহাসিক ওই ম্যাচে ইংল্যান্ডের হয়ে প্রথম ইনিংসে হ্যাটট্রিক করেন বব অ্যাপ্লিয়ার্ড। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি শিকার করেন সর্বোচ্চ ৪ উইকেট।

নিউজিল্যান্ডকে এ বাজে রেকর্ড থেকে বাঁচাতে গেল বছর এগিয়ে এসেছিল আয়ারল্যান্ড। লর্ডস টেস্টে ক্রিকেটের সেই আঁতুড়ঘরের দলটির কাছেই নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে অলআউট হয় তারা।

তথ্যসূত্র: ইএসপিএন ক্রিকইনফো।